গান

মে এডিংটন

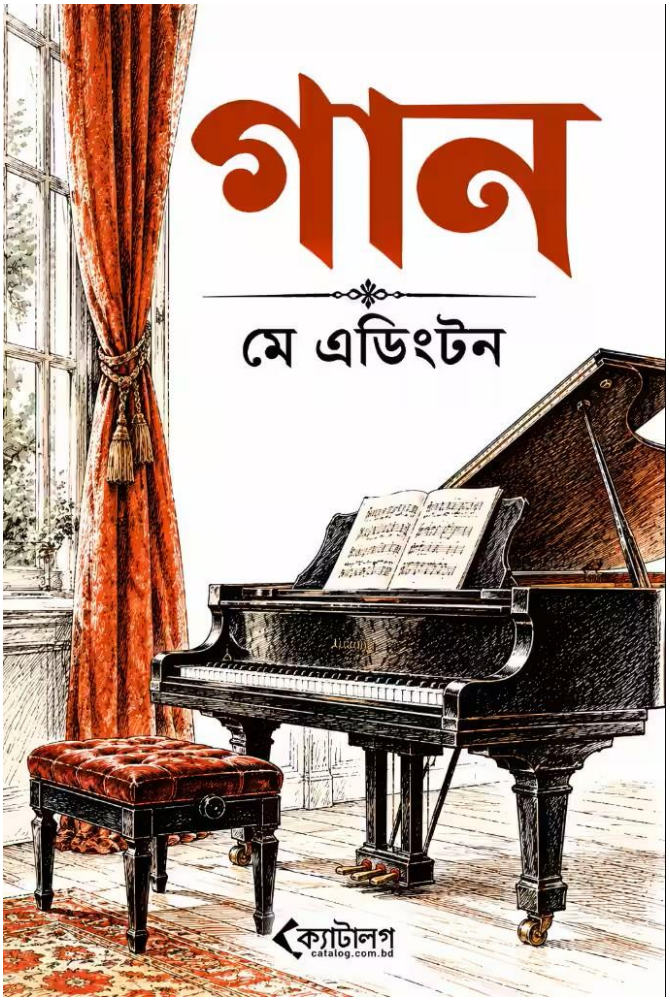

ক্যাটালগ
catalog.com.bd

গান

মে এডিংটন

ক্যাটালগ
catalog.com.bd

অনুবাদ ● এস হক
প্রচ্ছদ ● ক্যাটালগ
সহযোগিতায় ● আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স

www.catalog.com.bd
info@catalog.com.bd

কপিরাইট © Catalog.com.bd

ইংরেজি মূল রচনাটি পাবলিক ডোমেইনভুক্ত। এই সংস্করণের বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা ও বিন্যাস Catalog.com.bd –এর স্বতন্ত্র সৃজনশীল কাজ। Catalog.com.bd –এর অনুমতি ব্যতীত এই বাংলা অনুবাদ বা এর বিন্যাসকৃত সংস্করণের অনুলিপি পুনঃপ্রকাশ বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয়।

চার্লির মধ্যে স্বভাবগত কোনো দোষ ছিল না। কিন্তু বছরের পর বছর কাজের চাপ, সংসারের দায়, অভাব আর স্ত্রীর নিরন্তর ‘কর্তব্যবোধের’ উপদেশ তাকে ক্লান্তির শেষ সীমায় ঠেলে দিয়েছিল। এক শরৎ সন্ধ্যায় সে বাড়ি ফিরল—যে পথ ধরে হাজার হাজার বার হেঁটেছে, সেই একই পথ; একই ঠান্ডা রাতের খাবার, একই হিসাবি সংসার।

তার স্ত্রী মনে করিয়ে দিলেন, নতুন পোশাক কেনা চলবে না, মেয়ের ভালো স্কুলে পড়ার খরচ আছে; গির্জার পত্রিকার জন্য চাঁদা দিতে হবে, বাগানের দরজা মেরামত করতে হবে, আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করতে হবে। চার্লি হঠাৎ বলে ফেলল, জীবন যেন শুধু ‘করা উচিত’ আর ‘করা উচিত’ দিয়েই ভরা। তার স্ত্রী বিস্মিত ও আহত হলেন—জীবন উপভোগের জন্য নয়, কর্তব্য পালনের জন্য, এ কথাই তিনি বিশ্বাস করতেন।

রাতের খাবারের পর চার্লি স্ত্রীকে একটু হাঁটতে যাওয়ার প্রস্তাব দিল। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে, বড় মেয়ে মড বাকিদের দেখবে—তবু স্ত্রী রাজি হলেন না। তিনি এমন নারী নন, যিনি সন্ধ্যায় বাড়ি ও সন্তানদের ফেলে বাইরে যান। চার্লি টুপি হাতে

ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তার কান্না পেতে লাগল। স্ত্রী আবারও বললেন, টুপি এভাবে নষ্ট করা উচিত নয়। চার্লি বেরিয়ে গেল। পথে হাঁটতে হাঁটতে সে বুঝল, সে স্ত্রীকে ঘৃণা করে, সন্তানদের প্রতিও তার বিরক্তি জমেছে—কারণ তাদেরও শেখানো হয়েছে সবকিছু নিয়ে সংকীর্ণ, আত্মধার্মিক বিচার করতে। বিয়ের সময় সে ভেবেছিল, সংসারে হাসি, ছোটখাটো আনন্দ, একসঙ্গে ঘোরাঘুরি থাকবে। কিন্তু সে যেন নিজের মায়ের মতোই এক কঠোর, ধার্মিক, আত্মত্যাগে গর্বিত নারীর সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছে।

রাস্তার মোড়ে তার দেখা হলো কিটির সঙ্গে। কিটি তরুণী, প্রাণবন্ত, সাজগোজে উজ্জ্বল; তার মধ্যে চার্লির বহুদিনের হারানো আনন্দের প্রতিশ্রুতি যেন দেখা গেল। কথা বলতে বলতে চার্লি তাকে শহরে নিয়ে গেল, এক রেস্তোরাঁয় কফি ও স্যান্ডউইচ খাওয়াল, তারপর কিটির ছোট্ট ফ্ল্যাটে গেল। কিটি তার পেশা গোপন করল না, কিন্তু চার্লির চোখে সেটিকে এক ধরনের রোমান্টিক অভিযানে পরিণত করল।

সেখানে গান, উষ্ণতা, হাসি আর স্বাধীনতার আবহে চার্লি আবার কিশোর বয়সের মতো

পৃথিবীকে আকর্ষণীয় বলে অনুভব করল। সে পরদিন আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি ফিরল।

বিছানায় শুয়ে চার্লি স্ত্রীকে বলল, সে নাকি ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলা দেখতে গিয়েছিল। স্ত্রী তাকে দোষারোপ করলেন—মড নাকি বলেছে, বাবার উচিত নয় মাকে একা রেখে বাইরে থাকা। পরদিন সকালে চার্লি একটি স্যুটকেস নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। স্ত্রীকে চিঠি লিখে নিজের সিদ্ধান্ত জানাল, কিন্তু ঠিকানা দিল না।

সঞ্চয়ী হিসাবের টাকা তুলে এবং জীবনবিমা ভেঙে সে মোট একশ ষাট পাউন্ড পেল। তারপর কিটির কাছে গিয়ে থাকতে শুরু করল।

বেতনের বেশির ভাগ টাকা সে নিয়মিত স্ত্রী-সন্তানদের পাঠাত, নিজের জন্য রাখা সামান্য অর্থ থেকে কিটির জন্য চকোলেট ও পোশাক কিনত।

কিটি তাকে গান শোনাত, নাচ শেখাত; দুজনে হাসত, বেড়াত, আর চার্লি ভাবত—অবশেষে জীবন উষ্ণ ও আনন্দময় হয়েছে। কিটি অবশ্য জানত, তার টাকা বেশিদিন চলবে না।

চার্লির স্ত্রী আত্মীয়দের ডেকে বললেন, স্বামী এক অনৈতিক নারীর জন্য তাকে ছেড়ে গেছে। মামা হেনরি বললেন, চার্লি নিশ্চয়ই জন্মগতভাবে খারাপ; তিনি যাজকের সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু স্ত্রী ভাবলেন, চার্লির চাকরিতে খবর দিলে তার আয় বন্ধ হয়ে যাবে, আর তিন সন্তান নিয়ে তিনি বিপদে পড়বেন।

তাই তিনি চুপ থাকলেন এবং বিশ্বাস করলেন, চার্লি শিগগিরই অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে। আত্মীয়রাও একই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। এদিকে কিটির সঙ্গে চার্লির সুখের দিন চলতে থাকল, কিন্তু দ্বিতীয় মাসের শেষে কিটির আচরণ বদলাতে শুরু করল।

কখনো সে অন্যমনস্ক, কখনো খিটখিটে, কখনো ঠান্ডা; এক রাতে সে স্যাভয় হোটেলে নৈশভোজ ও নাচের নিমন্ত্রণে গেল। চার্লি বুঝল, তার স্বপ্ন ভাঙতে চলেছে।

ভোরে কিটি ফিরল—সঙ্গে এক ধনী, ফ্যাশনেবল পুরুষ। চার্লি বুঝল, কিটি তাকে ছেড়ে দিতে চলেছে। লোকটি চলে গেলে কিটি বলল, তাদের সম্পর্ক আর চলতে পারে না; চার্লির হাতে যথেষ্ট

টাকা নেই, তাকে নিজের ভবিষ্যৎও ভাবতে হবে। সে অনুরোধ করল, তারা যেন বন্ধুর মতো বিদায় নেয়। চার্লি ভাঙা হৃদয়ে জিজ্ঞেস করল, সে কি সত্যিই তা-ই চায়। কিটি কাঁদল, আদর করল, কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলাল না। পরদিন চার্লি কাজে গেল। সন্ধ্যায় সে অভ্যাসবশত ফ্ল্যাটে ফিরে এল এবং অন্ধকার হলঘরে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর কিটি ও সেই পুরুষ ফিরে এল। পুরুষটি চার্লিকে দেখে ক্ষিপ্ত হলো; চার্লি আর নিজেকে সামলাতে পারল না—সে লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লোকটি ছিল শক্তিশালী। কিটি চিৎকার না করে চার্লিকে চলে যেতে বলল—এখানে গোলমাল হলে তার অসুবিধা হবে। পুরুষটি চার্লিকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিল; পাথরের সিঁড়িতে পড়ে চার্লির মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। লোকটি ভয়ে তার কাছে ফিরে এলে চার্লি কষ্টে বলল, তাকে বগলের নিচে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে রাস্তায় রেখে যেতে—দারোয়ান দেখলে যেন বলে, সে মাতাল। লোকটি তাই করল এবং পালিয়ে গেল।

পরে এক ট্যাক্সিচালক চার্লিকে খুঁজে পেয়ে পুলিশ ডাকল; তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো।

তার পকেটে পরিবারের ঠিকানা পাওয়ায় স্ত্রীকে খবর পাঠানো হলো।

হাসপাতালে চার্লি বুঝতে পারছিল, তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। সে নার্সকে অনুরোধ করল, কিটি এলে যেন তাকে ভয় না পেতে হয়; মৃত্যুর সময় কোনো অস্বস্তিকর দৃশ্য দেখা দিলে বিছানার চাদর দিয়ে তার মুখ ঢেকে দিতে। তারপর সে কিটিকে ফোন করতে বলল—সে যেন একবার আসে, ভয় না পায়, সব ঠিক আছে।

কিটি কাঁপতে কাঁপতে হাসপাতালে এল; তার গায়ে চার্লির কিনে দেওয়া সেই উলের পোশাক। চার্লি চোখ খুলে মৃদু হেসে বলল, 'কিটি, "বাবলস" গানটা গাও।' কিটি তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় গান ধরল—'আমি চিরকাল বুদ্‌বুদ উড়িয়ে চলি, আকাশে সুন্দর বুদ্‌বুদ...।' গান চলতে থাকতেই নার্স চার্লির মুখের ওপর চাদর টেনে দিল। চার্লি মারা গেল।

ঠিক তখনই চার্লির স্ত্রী হাসপাতালে এসে পৌঁছালেন—ক্ষমা, কর্তব্য আর সংসারে ফিরে আসার আশায় ভর করে। কিন্তু নার্স তাকে

জানালেন, তিনি এক মুহূর্ত দেরি করে ফেলেছেন। স্ত্রী বিছানার পাশে থাকা কিটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন; নার্স শুধু বললেন, চার্লি শেষ মুহূর্তে একটি গান শুনতে চেয়েছিল। চার্লির জন্য সেই গান ছিল তার অল্প সময়ের আনন্দময় জীবনের শেষ স্মৃতি—আর তার স্ত্রীর কর্তব্যনিষ্ঠ, অনাড়ম্বর পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের সুর।